গণেশ বাগচী

আনন্দ পাঠ

মহাশ্বেতা দেবী

পাঠমালা ১



আনন্দ পাঠ

পাঠমালা ১

গণেশ বাগচী মহাশ্বেতা দেবী

কলকাতা
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস
নিউ দিল্লি বোম্বাই মাদ্রাজ

Ananda Path Reader 1 (Bengali)
by
Ganesh Bagchi and Mahasweta Devi

প্রচ্ছদ : রামকৃষ্ণ দত্ত

ছবি এঁকেছেন : মণীন্দ্র মিত্র

First published 1972
Sixth impression 1979

Printed in India by offset at
The Statesman Commercial Printing Press,
4, Chowringhee Square, Calcutta 700 001
and published by R. Dayal
Oxford University Press, Faraday House,
Calcutta 700 013.

ভূমিকা

আনন্দ পাঠ পাঠমালার চারটি বই প্রকাশিত হল। দেখা যাবে প্রথম ও দ্বিতীয় বইয়ের 'পাঠ্যতালিকায় আমরা কোন কবিতা অন্তর্ভুক্ত করিনি। গদ্যাংশের নিচে মাঝেমাঝে নিছক পাঠের আনন্দ ও অভ্যাসের জন্য পদ্যাংশ বা ছড়া দিয়েছি। যারা এই পাঠমালার **প্রথম** বই পড়বে, তারা **ছড়া ও ছন্দ** বই থেকেই অনায়াসপাঠের আনন্দ পাবে, ভাষার গতি ও চিত্রময়তার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটবে। কবিতার সঙ্গে তাদের আংশিক পরিচয় ঘটবে **দ্বিতীয়** পাঠমালায় ব্যবহৃত পদ্যাংশগুলির সঙ্গে, কিন্তু কবিতা পাঠ্য হিসেবে ওরা পড়বে **তৃতীয়** বই থেকে।

দেখা যাবে পাঠ্যাংশের প্রারম্ভেই আমরা কয়েকটি প্রশ্ন ও একটি শব্দতালিকা সন্নিবেশ করেছি। আধুনিক ভাষাশিক্ষাশাস্ত্রে রচনার পূর্বে প্রশ্ন সন্নিবেশ একটি সম্মত পদ্ধতি। এর দ্বারা রচনার মূল বিষয়গুলির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। শব্দতালিকাগুলি নতুন শব্দব্যবহারের সূচী এবং এর প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। দেখা যাবে **প্রথম** ও **দ্বিতীয়** বইয়ে মূল শব্দের কয়েকটি রূপান্তরও দেওয়া হয়েছে, কেননা আমরা মনে করি নতুন শিক্ষার্থী যখন ভাষা শিখছে, তখন তার স্বচ্ছন্দ রচনাশক্তিকে সাহায্য করবার কাজে মূল শব্দের চেয়ে (যেমন বাড়ি), রূপান্তরিত শব্দগুলি (যেমন বাড়ির, বাড়িতে, বাড়িটা) বেশি প্রয়োজনীয়।

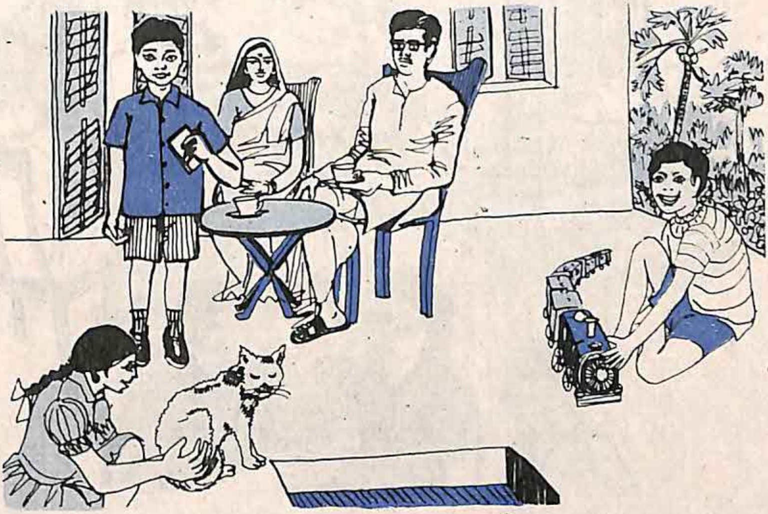
তৃতীয় ও **চতুর্থ** পাঠমালায় আমরা শব্দতালিকা অনেক সঙ্কুচিত করেছি ও যে সব শব্দ বা ব্যবহার নতুন ধরনের, সেগুলিই দিয়েছি, কেননা আমরা মনে করি যারা এই বই পড়ছে তারা অন্যান্য বইয়ের মাধ্যমে বাংলাভাষা ও শব্দের বহুল সম্পদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।

বাংলায় একই শব্দের একাধিক বানান অভিধানসম্মত। আমরা সহজতম রূপটি **আনন্দ পাঠে** ব্যবহার করেছি। যেখানে সংকলিত লেখকের ব্যবহৃত বানান আমাদের বানানের চেয়ে অন্যরকম, সেখানে লেখকের ব্যবহৃত বানান অক্ষুণ্ণ রেখেছি।

আমরা আশা করি পাঠ্যবিষয়ের বৈচিত্র্য, এবং আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্মত রচনা প্রণালীর জন্য **আনন্দ পাঠ** পাঠমালা শিক্ষার্থীর বিশেষ সহায়ক হবে এবং শিক্ষকদের কাছে গ্রহণীয় হবে।

গণেশ বাগচী
মহাশ্বেতা দেবী

রচনাসূচী



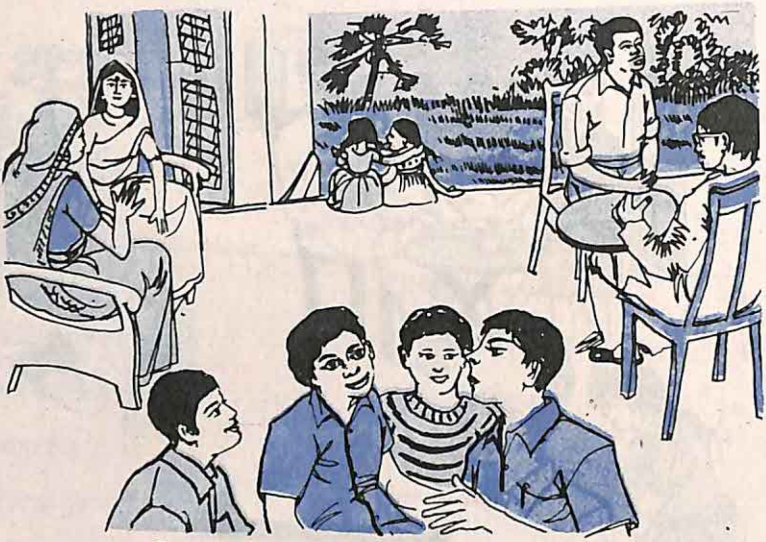
কমলের কথা

কমল কে ? ওর বয়স কত ?
নূপুর ওর কে ? রেলগাড়িটা কার ?
তোমার নাম কি ? তোমার বয়স কত ?

আমি	এই	এটা	এ	বাড়ি	বাবা	রেলগাড়িটা
আমার	ওই	ইনি	ও	বলটা	ভাই	বয়স
আমাদের	ওটা	উনি	মা	বেড়ালটা	বোন	সাত

আমি কমল। আমার বয়স সাত। এটা আমাদের বাড়ি। ইনি আমার বাবা। উনি আমার মা। ও আমার ভাই গৌতম। এ আমার বোন নূপুর। এই সাদা বেড়ালটা নূপুরের। ওটা গৌতমের রেলগাড়ি।

পড় : খেলতে পারি পড়তে পারি
নাচতে পারি গাইতে পারি।



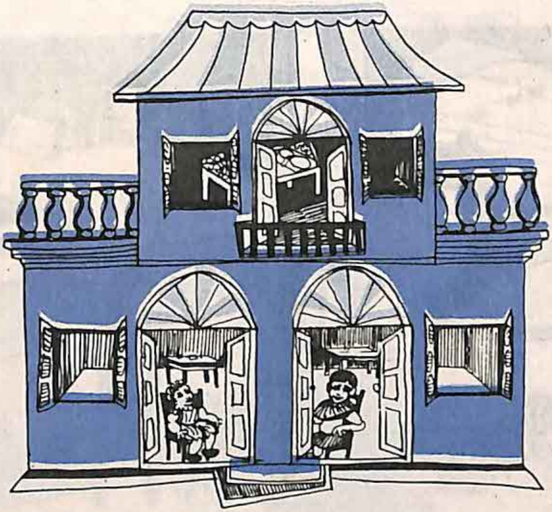
কমলদের বাড়িতে ক জন লোক ? ক জন বড় ? ক জন ছোট ? ছোটদের নাম কি ? তোমাদের বাড়িতে ক জন লোক ?

আজ	রবিবার	চার জন	আর	লোক
বড়	অনেক	ছোট	তিন জন	ওর
ছ জন	দু জন	এখানে	ওদের	বাড়িতে

আজ রবিবার। আজ আমাদের বাড়িতে অনেক লোক। চার জন বড়, ছ জন ছোট। আলমের বাবা আর মা বড়। আমার বাবা আর মা বড়।

আলম, ওর ভাই হাসান, ওদের বোন রেশমা, এই তিন জন ছোট। আমি, গৌতম আর নূপুর ছোট।

পড় : ভিজে কাক ছাড়ে ডাক
মনের অসুখে।

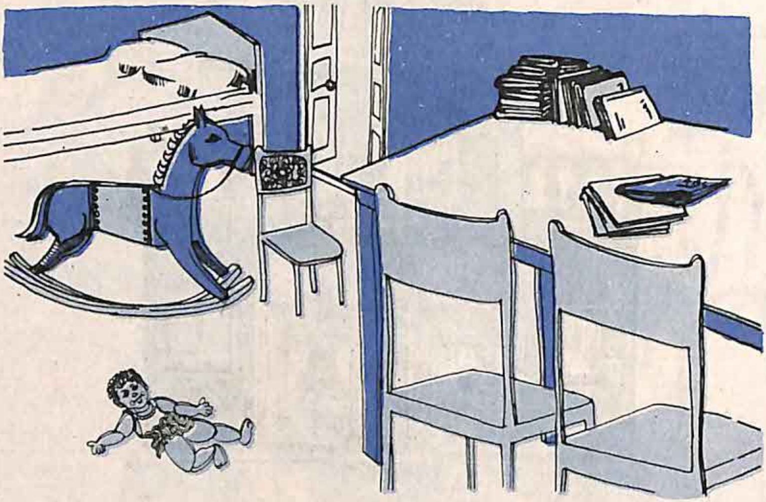


পুতুলের বাড়ি

এটা কার পুতুলের বাড়ি ? বাড়িতে ক টা জানলা ?
ক টা দরজা ? পুতুল দুটো কার ?
তোমাদের বাড়িতে ক টা ঘর ?

পুতুল পুতুলের বাড়িটার জানলার রং চেয়ারে চারটে
চেয়ার টেবিল বিছানা ঘর ঘরে নীল নিচে
জানলা দরজা খাট ওপরে নিচে একটা দুটো তিনটে

এটা নূপুরের পুতুলের বাড়ি। বাড়িটার রং নীল। বাড়িতে দুটো ঘর, তিনটে দরজা, চারটে জানলা। একটা ঘর ওপরে, একটা ঘর নিচে। একটা ঘরে দুটো চেয়ার, একটা টেবিল, একটা ঘরে পুতুলের খাট, বিছানা। চেয়ারে দুটো পুতুল। একটা নূপুরের। একটা রেশমার। নূপুর আমার বোন।



রেশমাদের ঘর

ওদের ঘরে রেশমার জিনিস কোনগুলো ? আলমের জিনিস কোনগুলো ? তোমাদের ঘরে তোমার জিনিস কি কি আছে ?

কাঠের ঘোড়াটা		শোবার খাট	নীল বইটা
বইগুলো	তিন জনের	ভাঙা	খাতা দুটো

এটা আলম, রেশমা, আর হাসানের ঘর। ওই বড় পুতুলটা রেশমার। ভাঙা কাঠের ঘোড়াটা হাসানের। এই টেবিলটা ওদের তিন জনের। বইগুলো আলমের। নীল বইটা আর খাতা দুটো রেশমার। এই চেয়ার দুটো আলম আর রেশমার। ছোট চেয়ারটা হাসানের। ওটা আলম আর হাসানের শোবার খাট।

কমলের কথা

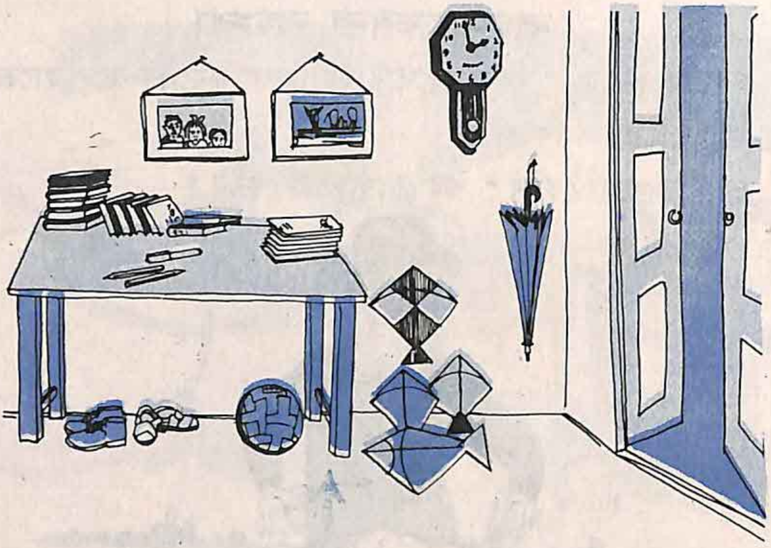
কমলের টুপির রং কি ? জুতোর রং কি ? কমলের ডান হাতে কি ? বাঁ হাতে কি ?

ওর দাঁতগুলো কেমন ? ওর চোখ দুটো কেমন ?



হাসি	শীত	এখন	মুখে	ডান হাতে
ছবি	চোখ	খুব	মাথায়	বাঁ হাতে
নাম	কান	কালো	পায়ে	জুতো
টুপি	দাঁতগুলো	সাদা	গায়ে	বল

এটা আমার ছবি। আমার নাম কমল। এখন খুব শীত। আমার মাথায় কালো টুপি। পায়ে কালো জুতো। গায়ে নীল জামা। আমার ডান হাতে দুটো বই। বাঁ হাতে দুটো বল। আমার চোখ দুটো গোল। কান দুটো ছোট। আমার দাঁতগুলো সাদা আর ছোট। মুখে হাসি।



টেবিলে কমলের জিনিস কি কি ?

ঘরে কমলের জিনিস কি কি ?

কমলের ছাতাটা সবুজ না নীল ?

ঘড়ি কলম পেনসিল সাতটা সবুজ ঘুড়ি ছাতা
ভাইবোনের দেয়ালে ফুটবল ছাতাটার টেবিলটা বারোটা

এই টেবিলটা আমাদের তিন ভাইবোনের। টেবিলে বারোটা বই। ছ টা আমার, চারটে নূপুরের, দুটো গৌতমের। দেয়ালে একটা ঘড়ি, দুটো ছবি। একটা ছবি আমাদের। টেবিলে আমার দুটো পেনসিল, একটা কলম, সাতটা খাতা।

আমার দু জোড়া জুতো, একটা ফুটবল, চারটে ঘুড়ি। আমার একটা ছাতা। ছাতাটার রং নীল।



আলমদের বাড়ি

কমলরা কাদের বাড়িতে এসেছে ? কমল আর আলম কি করছে ? কে কে চা ঢালছে ?

পাঁপর ভাজা	মারামারি করছি		লুডো খেলছে
কমলালেবু	চা ঢালছে	বেড়ালটা	দেখছে

এটা আলমদের বাড়ি। আজ আমরা তিন ভাইবোন এখানে। আলমের বাবা মা আমাদের বাড়িতে। আমি আর আলম মারামারি করছি। গৌতম আর হাসান লুডো খেলছে। নূপুর আর রেশমা চা ঢালছে। টেবিলে অনেক পাঁপর ভাজা আর কমলালেবু। নূপুরের বেড়ালটা জানলার ওপরে। ও আমাদের দেখছে।



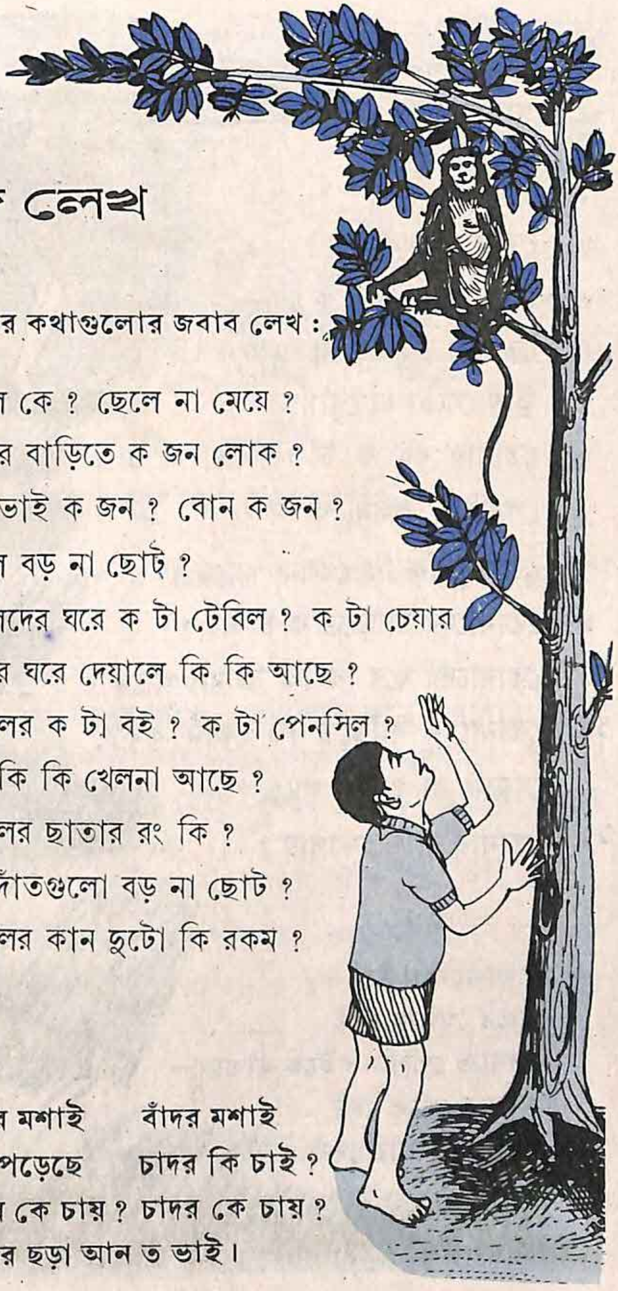
কমলের কথা

কমলদের বাড়িতে কে কে এসেছে ? কে নাচছে ? কে কবিতা বলছে ? কারা শুনছেন ?

খাবার আনছেন গান করছেন আট বছর শুনছেন নাচছে কবিতা বলছে হাসছি খেলছি খেলনা কাকিমা কাকা লোক মজা করছি কাকিমার নতুন মেয়ে বেলুন কারা হল

আজ আমার আট বছর হল। বাড়িতে অনেক লোক। কাকা, কাকিমা, আলমের বাবা, মা, আলম, রেশমা, হাসান। আজ আমার গায়ে নতুন জামা, পায়ে নতুন জুতো। ঘরে অনেক বেলুন আর খেলনা। আমরা খেলছি, হাসছি, মজা করছি। কাকিমা গান করছেন। কাকিমার মেয়ে শিখা নাচছে। মা খাবার আনছেন। আলমের মা চা করছেন। গৌতম কবিতা বলছে। বাবা, কাকা আর আলমের বাবা শুনছেন।

নিজে লেখ



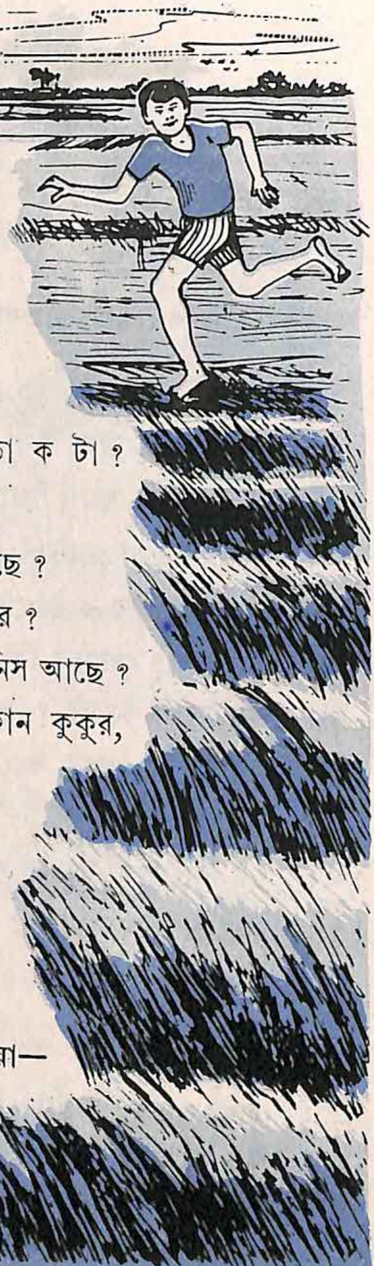
খাতায় নিচের কথাগুলোর জবাব লেখ :

১। কমল কে ? ছেলে না মেয়ে ?
২। ওদের বাড়িতে ক জন লোক ?
৩। ওর ভাই ক জন ? বোন ক জন ?
৪। কমল বড় না ছোট ?
৫। কমলদের ঘরে ক টা টেবিল ? ক টা চেয়ার
৬। ওদের ঘরে দেয়ালে কি কি আছে ?
৭। কমলের ক টা বই ? ক টা পেনসিল ?
৮। ওর কি কি খেলনা আছে ?
৯। কমলের ছাতার রং কি ?
১০। ওর দাঁতগুলো বড় না ছোট ?
১১। কমলের কান দুটো কি রকম ?

পড় : বাঁদর মশাই বাঁদর মশাই
শীত পড়েছে চাদর কি চাই ?
চাদর কে চায় ? চাদর কে চায় ?
কলার ছড়া আন ত ভাই।

খাতায় লেখ :

১। তোমার নাম কি ?
২। তোমার বয়স কত ?
৩। তোমার ক ভাই ক বোন ?
৪। তোমার চুল বড় না ছোট ?
৫। তুমি মোটা না রোগা ?
৬। তোমার বই ক টা ? খাতা ক টা ? পেনসিল, কলম, ক টা ?
৭। তোমার কি কি খেলনা আছে ?
৮। তোমাদের বাড়িতে ক টা ঘর ?
৯। তোমাদের ঘরে কি কি জিনিস আছে ?
১০। তোমাদের বাড়িতে কি কোন কুকুর, বেড়াল বা পাখি আছে ?
১১। তোমার বাড়ি কোথায় ?



পড় :

সকালবেলা উঠে
মাঠে গেলাম ছুটে
দেখতে পেলাম বইছে হাওয়া—
ধানের খেতে ঢেউ
দেখল না আর কেউ।



ভানু আর বুনি

ভানু আর বুনি সারাদিন কি করে ? ওদের মত ছেলে মেয়েরা কোথায় থাকে ?

শহর গাছটার পথের ধারে মারামারি করে বাবার খায়
কাজ করে সারাদিন খেলা করে বাজারে সেখানে ওখানে
ভানু বাঁশি মত দেশে বেচে রাঁধে আছে থাকে ঘুমোয়

এই গাছটার নিচে ভানু, ওর মা, বাবা আর বোন বুনি থাকে। ওখানে ওরা খায়, ওখানে ওরা ঘুমোয়। ভানু আর বুনি সারাদিন খেলা করে, মারামারি করে, মা বাবার কাজ করে। ভানুর বাবার নাম গোপাল। ভানুর বাবা বাজারে বাঁশি বেচেন। ভানুর মা ভাত রাঁধেন।

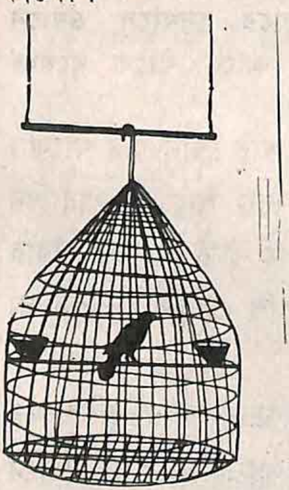
আমাদের দেশে অনেক শহর। সেখানে ভানু আর বুনির মত অনেক ছেলেমেয়ে আছে। ওরা পথের ধারে থাকে। সেখানে খায়, ঘুমোয়, খেলা করে, মারামারি করে।

রাজা

ওটা কার পাখি ? পাখিটার নাম কি ? ও কি খায় ? সকালবেলা কমলের জানলার নিচে কি কি পাখি আসে ?

খাঁচায়	ডাকে	শালিক	কুহুকুহু
জানলায়	বসে	পায়রা	কা কা
আকাশে	ওড়ে	চিল	জল
পাখি	দেখে	ছাতু	কোকিল
আসে	কাক	যব	চড়াই

এটা আমার পাখি। ওর নাম রাজা। রাজা খাঁচায় থাকে, ছাতু খায়, যব খায়, জল খায়। সকালে আমার জানলার নিচে চড়াই, শালিক আর পায়রা আসে। জানলার ওপর একটা কাক বসে, কা কা ডাকে। নীল আকাশে কালো চিল ওড়ে। রাজা ওদের দেখে। রাজা কুহু কুহু ডাকে। ও কোকিল পাখি। ওর রং কালো।







কমলের কথা

কমল সকালে কখন ওঠে ? সকালে কি কি করে ? ও সারাদিন কি করে ? কার সাইকেল চড়ে ? জন কোথায় থাকে ?

উঠি	সাইকেল চড়ি	বই পড়ি	সাতটায়	চা
মুখ ধুই	ছবি আঁকি	সাইকেল	দুধ	রুটি
খেলা করি	অঙ্ক কষি	খাই	খাতায়	বাড়ির
মারামারি করি	লিখি	রোজ	কাছে	খান

আমি রোজ সকাল সাতটায় উঠি। মুখ ধুই। আমি, গৌতম আর নূপুর দুধ রুটি খাই। মা বাবা চা খান। আমি সারাদিন খেলা করি, খাতায় লিখি, ছবি আঁকি, অঙ্ক কষি। আলমের ছোট সাইকেল আছে। আমি আর জন সাইকেল চড়ি। জন আমাদের বাড়ির কাছে থাকে।

পড় : বাগানে ফুলের মেলা
আকাশে মেঘের ভেলা।

কমল রাতে কখন শোয় ? ও জেগে থাকে না ঘুমোয় ? কে আলো নেভান ?

রাতের আকাশে	বাঁশি বাজান	কথা বলে	কুকুর	মানুষ
পাহারাওয়ালা	জেগে থাকি	ঘুমিয়ে পড়ি	পথ দিয়ে	রাত
জানলা দিয়ে	রিকশা চলে	ঘরের আলো	পথের আলো	
বাড়ি ফেরেন	লাঠি ঠোকে	নিভিয়ে দেন	আকাশ দেখি	
তারা শুই	চাঁদ দূরে	ন টায় দেখি	শুনি	যায়

রাত ন টায় আমাদের ঘরে আমি আর গৌতম শুই। গৌতম ঘুমোয়। আমি জেগে থাকি। মা ঘরের আলো নিভিয়ে দেন। আমি পথের আলো দেখি। জানলা দিয়ে আকাশ দেখি। রাতের আকাশে শুধু তারা আর চাঁদ। পথ দিয়ে মানুষ যায়, কথা বলে। রিকশা চলে ঠুং ঠুং ঠুং। পাহারাওয়ালা লাঠি ঠোকে ঠক ঠক ঠক। ভানুর বাবা বাড়ি ফেরেন। বাঁশি বাজান। দূরে একটা কুকুর ডাকে। আমি শুনি।
আমি ঘুমিয়ে পড়ি।





বংশীলাল

ওর নাম কি? ওর মাথায় কি আছে? ঝুড়ির ভেতর কি আছে? তুমি কি সাপ দেখেছ ? কোথায় ? কয়েকটা সাপের নাম বল ?

ভাঙা বাড়িতে	সাপের	সাপুড়ে	গোখরো	কেউটে	থলি
ভেঙে দেয়	তারপর	একজন	দুদিকে	বিষদাঁত	বিষ
দাঁড়াশ	বোড়া	পেছনে	বনে	হাতে	ভেতরে	কাঁধে
পাগড়ি	বাঁশ	ঝুড়ি	সাপ	রাখে	ধরে

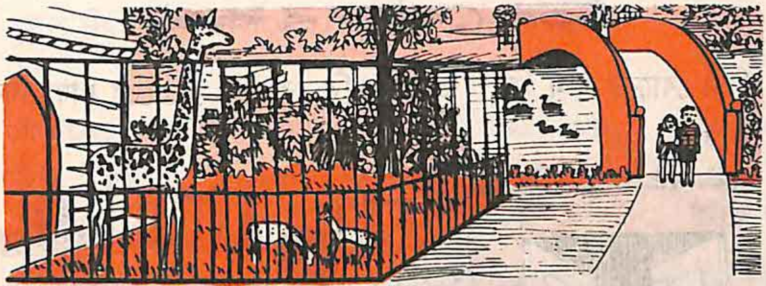
ওর নাম বংশীলাল। ও একজন সাপুড়ে। ওর মাথায় পাগড়ি। কাঁধে একটা বাঁশ। বাঁশের দু দিকে ঝুড়ি। ঝুড়ির ভেতরে অনেক সাপ আছে। গোখরো, কেউটে, বোড়া, দাঁড়াশ। বংশীলালের হাতে একটা বাঁশি। সাপ বনে থাকে। ভাঙা বাড়িতে থাকে। বংশীলাল সাপ ধরে। অনেক সাপের বিষ থাকে। বিষদাঁতের পেছনে বিষের থলি থাকে। বংশীলাল বিষদাঁত ভেঙে দেয়। তারপর সাপটাকে ঝুড়িতে রাখে।

শীতকালে বেশি সাপ দেখা যায় না কেন? অজগর সাপ কি খায়?
কোন সাপ জলে থাকে? সাপ কি শুনতে পায়?

বাঁশি বাজায় শীতকালে মাথা নাড়ে দোলায় শহরে বেশি
শুনতে পায়না কান নেই দেখা যায় না হরিণ ঘোরে তাই
খেলা দেখায় মাথা দোলায় অজগর জলঢোঁড়া খরগোশ জলে

সাপ শীতকালে ঘুমোয়। শীতকালে বেশি সাপ দেখা যায় না। অজগর সাপ খুব বড়। অজগর ছোট হরিণ, খরগোশ খায়। জলঢোঁড়া সাপ জলে থাকে। বংশীলাল শহরে ঘোরে। সাপ খেলা দেখায়। ও বাঁশি বাজায়। সাপ মাথা দোলায়। সাপের কান নেই। সাপ শুনতে পায় না। বংশীলাল বাঁশিটা দোলায়। সাপটা তাই দেখে আর মাথা নাড়ে।

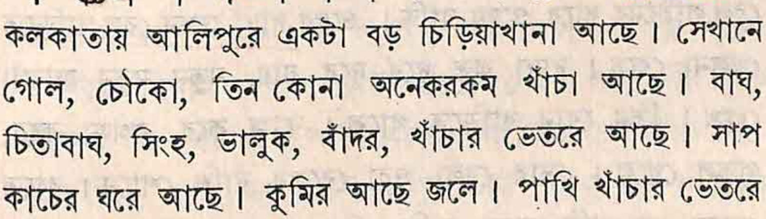




চিড়িয়াখানা

বড় চিড়িয়াখানা কোথায় ? খাঁচার ভেতরে কি কি আছে ? খাঁচার বাইরে কি কি আছে ?

ঘেরা জায়গায়	চিড়িয়াখানা	হাতিগুলো	ভারতের	সবচেয়ে	
খোলা জায়গায়	কলকাতায়	কাচের ঘরে	তিন কোনা	চিতাবাঘ	
সেখানে	বাইরে	শেকল	গোল	বাঁদর	ভালুক	সিংহ
চৌকো	বাঘ	উট	ময়ূর	জিরাফ	



কলকাতায় আলিপুরে একটা বড় চিড়িয়াখানা আছে। সেখানে গোল, চৌকো, তিন কোনা অনেকরকম খাঁচা আছে। বাঘ, চিতাবাঘ, সিংহ, ভালুক, বাঁদর, খাঁচার ভেতরে আছে। সাপ কাচের ঘরে আছে। কুমির আছে জলে। পাখি খাঁচার ভেতরে আছে। জিরাফ, ময়ূর আর উট বাইরে ঘেরা জায়গায় আছে। হাতিগুলো আছে খোলা জায়গায়। ওদের পায়ে শেকল। এটা ভারতের সবচেয়ে বড় চিড়িয়াখানা।

তিন বোনের কথা

তিন বোনের নাম কি ? ওদের বাড়ি কোথায় ? ওদের দাদা কি করে ?

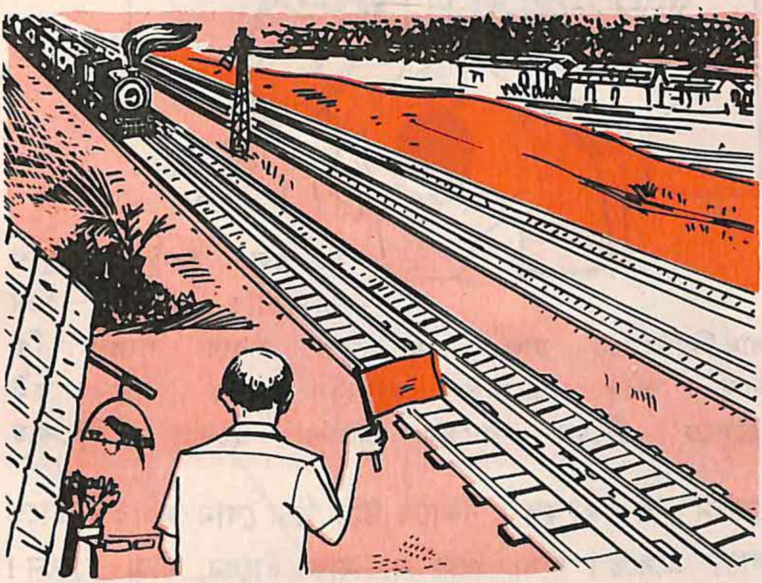


জায়গা দেখে	তিন বোনের	রেল লাইনের	রেল গাড়ি
রেল গাড়িতে	নতুন নতুন	কু ঝিক ঝিক	তিন বোন	দাদার
ঝগড়া করে	পুতুল খেলে	বাঁশি শোনে	এনে দেয়
দূরে দূরে	মাঝে মাঝে	বোনদের	ধারে	রেলের
নয়	দাদা	নানা রকম	খেলনা বেচে	চলেছে

ময়না, বুলবুলি, টুনটুনি। পাখির নাম নয়, তিন বোনের নাম। রেল লাইনের ধারে ওদের বাড়ি। ওদের দাদা সুজন রেল গাড়িতে খেলনা বেচে। দাদা কত দূরে দূরে যায়, নতুন নতুন জায়গা দেখে। তিন বোন বাড়িতে থাকে। কাজ করে, ঝগড়া করে, পুতুল খেলে। ভোর বেলা ওরা রেলের বাঁশি শোনে। রাতে শোনে রেল গাড়ি চলছে কু ঝিক ঝিক। দাদা মাঝে মাঝে বাড়ি আসে। ওদের নানা রকম জিনিস এনে দেয়। সুজন বোনদের খুব ভালবাসে।

লাল সিং কোথায় থাকে ? ওর টিয়াপাখি কি বলে ?

লাইনের ধারে	দেখতে যায়	ছেড়ে দেয়	নিশান
টিয়া পাখি	একটাও	ভালবাসে	বুড়ো
থামে	দেখায়	নেই	পাখিটা



মাঝে মাঝে ওরা রেল গাড়ি দেখতে যায়। বুড়ো লাল সিং লাইনের ধারে থাকে। ও লাল নিশান দেখায়, গাড়ি থামে। ও সবুজ নিশান দেখায়, গাড়ি ছেড়ে দেয়। লাল সিং একা থাকে। ওর একটা টিয়া পাখি আছে। পাখিটা বলে, লাল সিং ! লাল সিং ! বলে, জল কই ? ছোলা কই ? জল কই ? ছোলা কই ?

তিন বোন পাখি আর বেড়াল খুব ভালবাসে। ওদের একটাও পাখি নেই।

সেদিন কি হল? সকালে উঠে তিন বোন কি দেখল? দাদা এলে ওদের মা কি রাঁধেন?



মজা হল টুকটুকে খুশি
তাড়াতাড়ি তরকারি ডিম
নাম শিখিয়েছে ডাল নরম বেশ অবাক পালক কি
ভাত এলে এনেছি জানি না মাছ হল কই
এসেছে রাঁধেন আসেন বলল এনেছে কিনেছে

সেদিন বেশ মজা হল। সকালে উঠে তিন বোন অবাক। রাতে দাদা এসেছে। দাদা এলে মা মাছ রাঁধেন, ডিম রাঁধেন। না হলে শুধু ভাত, ডাল, তরকারি রাঁধেন। বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ি আসেন। দাদা বলল, এবার কি এনেছি?

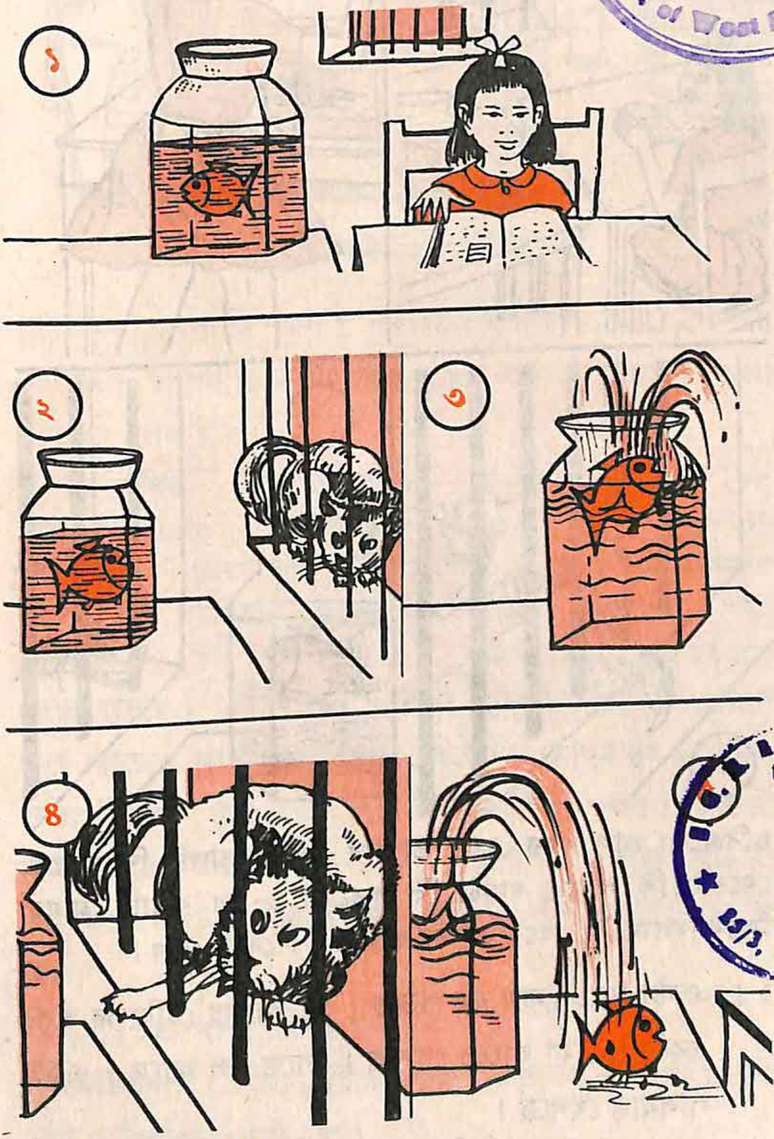
তিন বোন বলল, আমরা জানি না।

দাদা একটা টিয়া পাখি এনেছে। সবুজ রং, নরম পালক, লাল টুকটুকে ঠোঁট। পাখিটা বলল, ময়না কই? বুলবুলি কই? টুনটুনি কই?

দাদা পাখিটা কিনেছে। ওকে বোনদের নাম শিখিয়েছে।

তিন বোন খুব খুশি হল।

লাল মাছ, লোভী বেড়াল





ছবিগুলো ভাল করে দেখ। তারপর লেখ বেড়ালটা কি করছে, মেয়েটা কি করছে, মাছটা কি করছে। ১-এর কথাটা আমরা লিখে দিলাম। ২ থেকে ৯-এর ছবিতে কি দেখছ লেখ।

১। একটা ছোট মেয়ে বই পড়ছে। ওর পাশের টেবিলের ওপর একটা চৌকো কাচের বোতল। তাতে জল আছে। একটা লালমাছ খেলছে।



সেদিন ভোরে

ভোরবেলা কমল কি করল ? ওর বাবা ঘুমিয়ে আছেন, না জেগে আছেন ? আলমারিতে কি কি আছে ? হঠাৎ কি হল ? কমল কেন ভয় পেল ?

খাবার জিনিস ঘুমিয়ে আছেন শুয়ে আছে নিল
দেখতে পেল না আলমারিতে দুধ এনেছে আচার
ভয় পেল রেখে দিল খুলছেন বেজায় বাইরের
টিফিনের পাশের জালের কৌটোয় নিমকি গজা
হঠাৎ গেল খুলল উঠল ভোর হয়েছে

ভোর হয়েছে। কমল উঠল। বাবা ঘুমিয়ে আছেন। গৌতম শুয়ে আছে। মা বাইরের দরজা খুলছেন। মোহন দুধ এনেছে। কমল পাশের ঘরে গেল। ছোট আলমারি খুলল। জালের আলমারিতে কত খাবার জিনিস আছে। বোতলে আচার, টিফিনের কৌটোয় নিমকি আর গজা। কমল একটা নিমকি নিল।

হঠাৎ কে যেন বলল, এইও !

কি মোটা গলা। কমল কাউকে দেখতে পেল না। ও বেজায় ভয় পেল। নিমকিটা রেখে দিল।



দুপুর বেলায় জনের বাবা কোথায়? মা কোথায়? জন কি করছে? হঠাৎ কি হল? জন কি করল?

সেলাই করছেন	পেয়ারা আছে	ঢিল মারছে	পেয়ারা
আপিসে আছেন	লাল বাড়ির	ফিরে এল	পাশেই
দাঁড়িয়ে আছে	পাতা পড়ছে	পাঁচিলের	পেয়ারাও
পাঁচিল থেকে	বসে আছেন	পড়ছে না	নামল

দুপুরবেলা। জনের বাবা আপিসে আছেন। ওর মা ঘরে বসে আছেন। সেলাই করছেন। জন ওদের পাঁচিলের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই লাল বাড়ির বাগান। একটা পেয়ারা গাছে অনেক পেয়ারা। জন পেয়ারা গাছে ঢিল মারছে। অনেক পাতা পড়ছে। একটা পেয়ারাও পড়ছে না।

হঠাৎ কে যেন বলল, এইও!

কি মোটা গলা। জন চারদিকে তাকাল। কাউকে দেখতে পেল না। ও পাঁচিল থেকে নামল। বাড়ি ফিরে এল।



বিকেলে কমলরা কি করছে ? কমল আর জন আলমকে কি বলল ? আলম ওদের কি বলল ?

বিকেল হয়েছে	উড়ে গিয়েছিল	হাসতে লাগল	ভিতু
কান চুলকোল	ধরে আনল	বাইরের ঘরে	দারোয়ান
ভোরে	বসে আছে	হয়েছে	শুনল

বিকেল হয়েছে। কমলদের বাইরের ঘরে জানলায় কমল, জন আর আলম বসে আছে। কমল বলল, আজ ভোরে কি হয়েছে জান ? ও আলমকে সব কথা বলল।

জন বলল, আজ দুপুরে কি হয়েছে জান ? আলম সব কথা শুনল। তারপর কান চুলকোল। বলল, লালবাড়ির দারোয়ান রামশরণের একটা টিয়াপাখি আছে। ভোরে পাখিটা উড়ে গিয়েছিল। এখন ভানু ওটা ধরে আনল। পাখিটার গলা খুব মোটা। ও শুধু একটা কথা বলে, এইও !

আলম হাসতে লাগল। বলল, তোমরা বেজায় ভিতু।



চিড়িয়াখানায় এরা

ছেলেমেয়েরা কখন চিড়িয়াখানা গিয়েছিল ?

ওরা কি খেয়েছিল ? ওরা বাঁদর, পাখিকে কি দিয়েছিল ? কখন ফিরেছিল ?

বাস চালান বাস এনেছিলেন গিয়েছিলাম কিনেছিলেন কিনেছিলাম দিয়েছিলাম দেখেছিলাম পাঁচটায় কলা খেয়েছিলাম ফিরেছিলাম সাদা বাঘ পাঁউরুটি চানাচুর গেটে পাখিকে পিঠে একটায় টিকিট বেলা হাতির

আলমের কাকা বাস চালান। সেদিন উনি বাস এনেছিলেন। আমরা সবাই চিড়িয়াখানা গিয়েছিলাম। গেটে টিকিট কিনেছিলাম। সুলতান কাকা চিনেবাদাম, কলা আর ছোলা কিনেছিলেন। মেয়েরা হাতিকে কলা দিয়েছিল। আমরা বাঁদর আর পাখিকে চিনেবাদাম, ছোলা আর কলা দিয়েছিলাম। সাদা বাঘ দেখেছিলাম। হাতির পিঠে চড়েছিলাম। তারপর আমরা পাঁউরুটি, কমলালেবু আর চানাচুর খেয়েছিলাম। আমরা বেলা একটায় গিয়েছিলাম। ফিরেছিলাম বিকেল পাঁচটায়।

চিড়িয়াখানায় ওরা



ভানুরা কে কে চিড়িয়াখানা গিয়েছিল ? ওরা কি কি দেখেছিল ? ওরা কি সাদা বাঘ দেখেছিল ? হাতির পিঠে চড়েছিল ? ওরা চিড়িয়াখানায় কি খেয়েছিল ? কখন ফিরেছিল ?

গিয়েছিলেন	কিনেছিলেন	বারো পয়সার	দেখেছিল
গিয়েছিল	খেয়েছিল	দেখেনি	নিয়ে
ঘুমিয়ে পড়েছিল	ছ টায়	চড়েনি	বাসে

একদিন ভানু, ভানুর মা আর বুনিকে নিয়ে ওদের বাবা চিড়িয়াখানা গিয়েছিলেন। ওরা বাসে গিয়েছিল। গেটে টিকিট কিনেছিল। ওদের বাবা বারো পয়সার চিনেবাদাম কিনেছিলেন। ভানু আর বুনি বাদাম খেয়েছিল। ওরা সিংহ, বাঘ, ভালুক দেখেছিল। ভানুরা হাতির পিঠে চড়েনি। সাদা বাঘ দেখেনি। ওরা দুপুরে গিয়েছিল। বিকেল ছ টায় ফিরেছিল।
বুনি ওর বাবার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল।
শীতকালে ওরা একদিন চিড়িয়াখানা গিয়েছিল।

নিজে লেখ

নিচের লেখাগুলো পড়। তারপর নিজে জবাব লেখ :

১। তুমি সকালে কখন ওঠ ?

তুমি দুপুরে কি কর ? রবিবার দুপুরে কি কর ? কখন খেল ? রাতে কখন খাও ? কখন শোও ? কখন ঘুমোও ?

২। কলকাতার চিড়িয়াখানাটা ছোট না বড় ? সেখানে কি কি আছে ? খোলা জায়গায় কি থাকে ? ঘেরা জায়গায় কি থাকে ?

সাপ, কুমির, পাখি, কোথায় থাকে ?

৩। রেশমা, নূপুর, বুনি, এরা কাদের বোন ? আলমদের বাড়িতে ক জন লোক ? ভানুর বাবা কি করেন ? কার মা সেলাই করেন ? সুজন কাদের দাদা ? কার ছোট ভাইয়ের নাম গৌতম ?

৪। **নিচের কথাগুলোর ফাঁকা জায়গাগুলো দেখ। দুটো লাইনে একই কথা দু বার বসবে। (১) আমরা লিখে দিলাম। বাকিগুলো নিজেরা ভেবে লিখে ফেল :**

(১) চায়ের জল ফুটছে। গাছে খুব গোলাপ ফুটছে।

(২) গাছ থেকে ফল.........। আলম খুব বই.........।

(৩) রেবা দোকানে.........। ছুটির দিন কেটে.........।

(৪) জন গাছ থেকে আম.........। এই মুরগিটা ডিম.........।

ছোট্ট ছেলেমেয়েদের দোকান

ওরা কে কে দোকান করল ?

কে কে দোকান সাজাল ?

কমল, জন, আলম, গৌতম, সৌরভ, এরা কে কি করল ?

দোকান করলাম		কাগজ কাটলাম		দোকান সাজাল
কাগজের ফুল	ছেলেমেয়েদের	দোকান করেছে		পাতা আনল
শরৎকাল	দোকান	পূজোর মেলা		রঙিন খড়িতে
আঠা দিয়ে	মাঠে	দেবদারু	দেয়ালটা	জুড়লাম
বানালাম	বানাল	লিখল	আসুন	কিনুন

শরৎকাল। মাঠে পূজোর মেলা। বড় ছেলেমেয়েরা দোকান করেছে। আমরা একটা ছোট দোকান করলাম। নূপুর, শিখা আর রেশমা দোকান সাজাল। আমি লাল নীল কাগজ কাটলাম। আঠা দিয়ে জুড়লাম। ফুল বানালাম। জন শেকল বানাল। আলম আর গৌতম দেবদারু পাতা আনল। দোকানের দেয়ালটা সাজাল। সৌরভ একটা বড় কাগজ আনল। রঙিন খড়িতে লিখল,

ছোট ছেলেমেয়েদের দোকান !

আসুন !!

দেখুন !!!



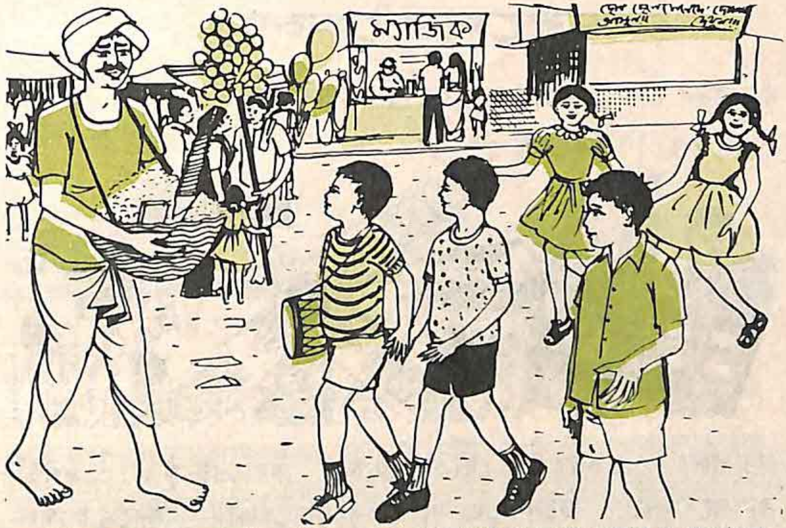
কমলরা কি কি বেচল ? কে ওজন করল ? কোন জিনিসের কত দাম ? ভানু কি করল ? গৌতম কি করল ?

ওজন করার জিনিস   কুড়ি পয়সা   পনেরো পয়সা
দশ পয়সা   বাঁশি বাজাল   ওজন করল   ওজন করলাম
সবাইকে   তৈরি করেছিল   নিজেরা আসুন
টিনের ঢাক   বাঁশি বেচল   বেচলাম   ডাকল

ভানু আমাদের দোকানের সামনে বসল। ও বাঁশি বাজাল। বাঁশি বেচল। আমরা নিজেরা সব জিনিস বেচলাম। ছোট বেলুন দশ পয়সা, বড় বেলুন কুড়ি পয়সা। একটা ঘুড়ি পনেরো পয়সা। সৌরভ বেশ ঘুড়ি তৈরি করেছিল।

ভানু একটা ওজন করার জিনিস আনল। আমরা চিনেবাদাম ওজন করলাম আর বেচলাম। জন খুব ভালো ওজন করল। আমাদের দোকানে অনেক লোক এল। গৌতম একটা ছোট টিনের ঢাক বাজাল আর সবাইকে ডাকল,

আসুন ! আমাদের দোকানে আসুন !



কমলরা পয়সা কোথায় রাখল ? ওরা কখন মেলায় ঘুরল ? সকালে কমল কি দেখল ?

ন টা সেগুলো কৌটোয় জানি না
পঁচিশ পয়সা কাগজের ফুলগুলো মজা করলাম
পয়সা ফুরিয়ে গেল এক সময় রাখলাম
একটার কিনে আনল মারবেল ঘুরলাম দাম

ভানু ন টা বাঁশি বেচল। একটার দাম পঁচিশ পয়সা। আলমের অনেক মারবেল ছিল। ও সেগুলো বেচল। সব পয়সা আমরা একটা কৌটোয় রাখলাম। আমার কাগজের ফুলগুলো কে কিনল জানিনা। এক সময় সব জিনিস ফুরিয়ে গেল। তখন আমরা মেলায় ঘুরলাম, মজা করলাম।

রাতে বাড়ি ফিরলাম।

সকালে দেখলাম আমাদের টেবিলে সেই কাগজের ফুলগুলো আছে। কে কিনে আনল ? মা ? না বাবা ?

রথের মেলা

গত বছর রথের মেলায় ভানুরা কি কি কিনেছিল ?

এবার ওরা কি কিনেছে ?



গত বছর	এ বছরও	দোলনাওয়ালা	রবারের কুকুর	দশটা
নাগরদোলা	টিনের খেলনা	রথের মেলা	ঘুরতে লাগল	
কাঁদতে লাগল	পড়ে গেল	থামাল না	দিয়ে দিল	কিনেছিল
হয়েছিল	সেবার	বেচেছে	চড়ল	এবার	পড়ল	খুঁজল
ঢোল	আরো	কোথাও	পরে	একটু	খুঁজতে পারল না

গতবছর রথের মেলা হয়েছিল। এবছরও রথের মেলা হয়েছে। সেবার ভানু আর বুনি টিনের খেলনা কিনেছিল। এবার ভানু একটা ঢোল কিনেছে। বুনি কিনেছে একটা রবারের কুকুর। ভানুর কাছে আরো পয়সা আছে। ভানু দশটা বাঁশি বেচেছে। ওরা নাগরদোলা চড়ল। নাগরদোলা ঘুরতে লাগল। হঠাৎ বুনির হাত থেকে কুকুরটা পড়ে গেল। কোথায় পড়ল কে জানে। দোলনাওয়ালা নাগরদোলা থামাল না। ওরা ভালো খুঁজতে পারল না। পরে ভানু একটু খুঁজল। কোথাও পেল না। বুনি কাঁদতে লাগল।

ভানু ওকে ঢোলটা দিয়ে দিল।

তবু বুনি কাঁদতে লাগল।

পরদিন দুপুরে কি হল ?

হারিয়ে গিয়েছিল আসলে খুঁজে পেলাম আরেকটা কাল
তুলে রেখেছিল চুড়ি বেচছিল পরদিন আবার কিনে এনেছে

পরদিন দুপুরে বুনি কি খুশি। ভানু একটা রবারের কুকুর এনেছে। ভানু বলল, কাল ওটা হারিয়ে গিয়েছিল। আজ খুঁজে পেলাম। একটা মেয়ে চুড়ি বেচছিল। ও তুলে রেখেছিল। আসলে ওটা নতুন।

ভানু বুনিকে খুব ভালবাসে। আজ সকালে ও আবার মেলায় গিয়েছিল। আরেকটা রবারের কুকুর কিনে এনেছে।



বোকা কুকুর



আগের পাতার ছবিগুলো দেখ। তারপর নিচের লেখাগুলো সাজিয়ে লেখ :

১। তারপর ও একটা পুকুরের ধারে গেল। জলে নিজের ছায়া দেখতে পেল। ও ভাবল ওটা বুঝি আরেকটা কুকুর। কুকুরের মুখে আরেকটা হাড়।

২। একদিন একটা কুকুর পথের ধারে একটা হাড় দেখল।

৩। অমনি কুকুরটা ভৌ ভৌ করে ডাকতে সুরু করল। ওর মুখ থেকে হাড়টা তখন জলে পড়ে গেল।

৪। দেখেই ও হাড়টা কামড়ে ধরল। তারপর হাড়টা মুখে নিয়ে চলতে শুরু করল।

নিচে রেবার কুকুর ভুলোর কথা লেখা আছে, তবে কথাগুলো মিলে মিশে গেছে। একের লাইনে কি লেখা আছে, তা নিচে লিখে দিলাম। বাকিটা নিজেরা বুঝে বুঝে ঠিক করে লেখ :

রেবা রএকটাকু কুরআছে। ওরনা মভুলো। ওরগা য়েররংকা লোআর কানদু টোসাদা। গায়েব ড়বড়লো মআর চোখদু টোচকচকে। ওকেরে বাখুবভা লবাসে।

একের লাইনে লেখা আছে : রেবার একটা কুকুর আছে।

রবিবার বিকেলে

রবিবার বিকেলে কি হল ? কমল আর নূপুর কি করল ?

এসেছিলেন	বসতে বলল	চা করি	টিপট	গিয়েছিলেন	
উনুনে	চা পাতা	কে	ওঁদের	ফুটছিল	তোমরা
ধুল	গরম জল	ঢালল	শিখেছ	তিন চামচ	করবে

রবিবার বিকেলে হরিবাবু আর বিমলবাবু কমলদের বাড়ি এসেছিলেন। দুপুরে কমলের মা বাবা দমদম গিয়েছিলেন। কমল আর নূপুর বাড়িতে ছিল। ওরা ওঁদের বসতে বলল।

নূপুর বলল একটু চা করি ?

হরিবাবু বললেন, কে করবে ?

নূপুর বলল, আমি আর দাদা।

উনুনে জল ফুটছিল। কমল টিপট আনল। টিপটটা গরমজলে ধুল। টিপটে তিন চামচ চা পাতা দিল। গরম জল ঢালল। হরিবাবু আর বিমলবাবু বললেন, বেশ কাজ শিখেছ তোমরা। খুব ভালো।





একটু পরে কি হল ? কে ক চামচ চিনি নিল ?

চা তৈরি করল	ভিজল	ছাঁকল	নাড়ল
লাল রং হল	পেয়ালা আনল	চিনি নিলেন	চা হয়েছিল
ছাঁকনি দিয়ে	দুধ দিল	দেড় চামচ	খেল

একটু পরে চা ভিজল। বেশ লাল রং হল। নূপুর পেয়ালা আনল। কমল ছাঁকনি দিয়ে চা ছাঁকল। নূপুর দুধ দিল। হরিবাবু দেড় চামচ চিনি নিলেন। বিমলবাবু দু চামচ চিনি নিলেন। নূপুর চা নাড়ল। ওঁদের দিল। তারপর কমল আর নূপুর অনেক চিনি, অনেক দুধ দিয়ে চা তৈরি করল। নিজেরা খেল। বেশ চা হয়েছিল।

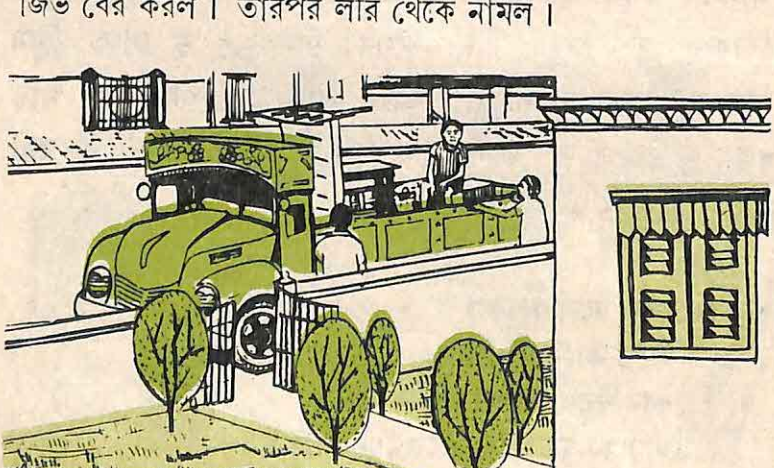
পড় : রেল চলে ঝকঝক
শীতে কাঁপি ঠকঠক
কান করে কটকট ঘনঘন হাঁচি
গরম চা, চা গরম, শুনে যেন বাঁচি।

নতুন বাড়ির ছেলেটা

সেদিন সৌরভ কি দেখল ? ছেলেটা সৌরভকে দেখে কি করল ?

চুনকাম করছে	জিভ বের করল	রং করেছে	বসে আছে
চুপচাপ	লরি	উনোন	রোগা খাঁদা
লরি থেকে নামল	থাকে না	এল	ঝগড়া হয়

সৌরভদের বাড়ির পেছনে একটা সাদা বাড়ি আছে। বাড়িটায় এখন কেউ থাকে না। সব বাড়িতে কত লোকজন থাকে। কত কথা, গান, হাসি, ঝগড়া হয়। ও বাড়িটা চুপচাপ। সেদিন সৌরভ দেখল রতনদা আর জনাব আলি বাড়িটা চুনকাম করছে। একদিন দেখল দরজা জানলায় সবুজ রং করেছে। তারপর একদিন বাড়ির সামনে একটা লরি এল। লরিতে খাট, টেবিল, উনোন, কত কি জিনিস। বিছানার ওপরে একটা ছেলে বসে আছে। রোগা, চুলগুলো সোজা, নাকটা খাঁদা। ছেলেটা ওকে দেখে জিভ বের করল। তারপর লরি থেকে নামল।





সৌরভ কি দেখে ?

মনুর মা কি বলল ?

ছাত ঘোরে ছেলেটাও পায়রাগুলোকে কাবলিমটর
বনবেড়াল পায়রা পোষে কথা বলে না শুনতে চাই না
দেখলেই হাসে বাসন মাজে কাপড় কাচে মোছে
খেত মেরে ফেলল ঘর ঝাঁট দেয় দেশের কথা না কি

সৌরভদের ছাত থেকে ওদের ছাতটা দেখা যায়। সৌরভ দেখে ছেলেটা ছাতে ঘোরে। ওকে দেখলেই হাসে। সৌরভ কথা বলে না। ছেলেটাও কথা বলে না। মনুর মা ওদের বাড়ি বাসন মাজে। সৌরভদের কাপড় কাচে, ঘর ঝাঁট দেয়, মোছে। মনুর মা রাতদিন ওর দাদার কথা আর দেশের কথা বলে।

মনুর মা বলল ও বাড়ির ছেলেটা না কি পায়রা পোষে।

সৌরভ বলল, আমি ওর কথা শুনতে চাইনা। মনুর মা বলল, পায়রা পোষে ! ওগুলো ভালো পায়রা না কি ? ভালো পায়রা ছিল আমার দাদার। রোজ কাবলিমটর খেত। আমাদের দেশে একটা বনবেড়াল ছিল। পায়রাগুলোকে মেরে ফেলল।



ছেলেটার বাড়ি কে কে গেল ? গিয়ে কি দেখল ?

একদিন আকাশে কালো মেঘ করল। তারপর কি হল ?

কাজলের মত কালো	**ভাব হয়ে গেল**		**উড়ে এল**
সাদা মেঘের মত সাদা	**হাত ধরল**	**ভাব হল**	**ধরল**
তুলোর মত নরম	**গিরেবাজ**	**নোটন**	**মেঘ করল**

একে একে জন, আলম, কমল আর ছেলেটার ভাব হল। সবাই ওর বাড়ি গেল। পায়রা দেখল। কত রকম পায়রা। গিরেবাজ, নোটন, আরো কত কি। শুধু সৌরভ গেল না।

তারপর একদিন আকাশে কাজলের মত কালো মেঘ করল। হাওয়া বইল। জানলা দিয়ে একটা ছোট সাদা পায়রা সৌরভের ঘরে উড়ে এল। সাদা মেঘের মত সাদা। তুলোর মত নরম।

সৌরভ পায়রাটা ধরল। পায়রাটা নিয়ে ও ছেলেটার বাড়ি গেল। ছেলেটা কি খুশি। আগে জিভ বের করল। তারপর হাসল। তারপর সৌরভের হাত ধরল। বলল, তোমার নাম সৌরভ, আমার নাম মুকুল। ওদের ভাব হয়ে গেল।

বেড়াল ছানার কথা



গত বছর মনুর মা
কেন বেড়াল ছানা নিয়েছিল ?
এ বছর কে নিয়েছে ?

গত বছর	চুরি করে খায়	রাগ করলেন		পালিয়ে গেল
বেড়ালছানাটা	নোংরা করে	বড় হল	কাছে ছিল	ছানা
এ বছর	বেড়ালের	কি খাবে	ইঁদুর	যেই	সেই
আগে	থাকুক		খাই না	রইল

গত বছর নূপুরের বেড়ালের তিনটে ছানা হয়েছিল। এ বছর একটা ছানা হয়েছে। গত বছর রামশরণ দারোয়ান একটা ছানা নিয়েছিল। মনুর মা একটা নিয়েছিল। ওর বাড়িতে খুব ইঁদুর। একটা ছানা নূপুরের কাছে ছিল। যেই বড় হল অমনি পালিয়ে গেল। এ বছর ভানুর বোন বুনি বেড়াল ছানাটা নিয়েছে। ওর মা আগে খুব রাগ করলেন। বেড়াল চুরি করে খায়, বিছানা নোংরা করে। বুনি খুব কাঁদল। ওদের বাবা বললেন, আহা, বেড়ালটা থাকুক। বুনির মা বললেন, আমরা মাছ খাই না, দুধ খাই না, ও কি খাবে ?

বুনি বলল, মাঝে মাঝে আমরা মাছ খাই।

ভানু বলল, বেড়াল ডালভাত খায়।

বেড়াল ছানাটা রইল।

ক দিন পরে রাতে কি হল ?

বাসন মাজছিলেন	ভাঙা ইট		পা আঁচড়াতে লাগল
ডাকতে শুরু করল	এসেছে	বাইরে বসেছিলেন	দুধ কিনলেন
মেরে ফেললেন	বট গাছের	জোরে চেঁচাল	সেখান থেকে
চেঁচিয়ে উঠলেন	বললেন	আলো আনলেন	দিলেন
দশ পয়সার	বেড়ালটাকে	সাপটাকে	ক দিন পরে
ঘুমিয়ে আছে	বুঝতে পারিনি		দেখলেন

ক দিন পরে বুনির মা রাতে বাসন মাজছিলেন। ভানু আর বুনি শুয়েছিল। ওর বাবা বাইরে বসেছিলেন। হঠাৎ বেড়াল ছানাটা ডাকতে স্বরু করল। আগে ডাকল, তারপর জোরে চেঁচাল। তারপর বুনির মা-র পা আঁচড়াতে লাগল। বুনির মা আলো আনলেন। দেখলেন ভানু আর বুনি ঘুমিয়ে আছে। ওদের বিছানার কাছে একটা ছোট সাপ। বট গাছের পেছনে অনেক ভাঙা ইট আছে। সেখান থেকে এসেছে। ভানুর মা চেঁচিয়ে উঠলেন। ভানুর বাবা ছুটে এলেন। সাপটাকে মেরে ফেললেন। পরদিন বুনির মা দশ পয়সার দুধ কিনলেন। বেড়ালটাকে



* গল্পের শেষটুকু পরের পাতায়,

নিজে লেখ

আছে : কমলের বল, বই, খাতা, পেনসিল, জুতো, আর সবুজ খাতা আছে। তোমার কি কি আছে ? লেখ।

রোজ : কমল সকালে ওঠে, মুখ ধোয়, রুটি খায়। ও সারাদিন বই পড়ে, অঙ্ক কষে, খেলে, মারামারি করে, সাইকেল চড়ে। ও রাত ন টায় শোয়। একটু পরে ঘুমোয়।
রোজ তুমি সকাল থেকে কি কি কর ? কখন ওঠ ? কখন ঘুমোও ? সব লেখ।

পারে : কমল, নূপুর, রেশমা চা করতে পারে। ভানু বাঁশি বাজাতে পারে। সৌরভ নানা রকম জিনিস তৈরি করতে পারে। জন ওজন করতে পারে। ওরা সবাই মিলে খেলতে পারে, দোকান করতে পারে, মারামারি করতে পারে।
তুমি একা কি কি করতে পার ? তোমরা অনেকে মিলে কি কি করতে পার ? লেখ।

---

* দিলেন। বললেন, ও খুব ভালো। আমি আগে বুঝতে পারি নি।



১। নিচের লেখাটায় কয়েকটা কথা বাদ পড়ে গেছে। কি কি বাদ পড়েছে, নিজে ভাব। তারপর নতুন করে লেখ :

ওর নাম বংশীলাল। ও একজন। ওর কাঁধে একটা। বাঁশের দুদিকে। ঝুড়ির ভেতরে অনেক। সাপ বনে ভাঙা বাড়িতে। বংশীলাল সাপ। অনেক সাপের। বিষদাঁতের পেছনে। বংশীলাল বিষদাঁত। তারপর রাখে। শীতকালে ঘুমোয়। শীতকালে দেখা। অজগর। জলে থাকে।

২। নিচের লেখাটা সাজিয়ে লেখ :

একটা বাগানের আম আমগাছে পাকা। শালিক, চড়াই, কাক ঝগড়া তাই খুব আর নিয়ে করছে। কাক, চড়াই, আম তিনজনেই বলছে ওটা আমার শালিক। পাকা পড়ে মাটিতে আমটা এদিকে গেছে। একটা আমটা শেয়াল দেখেছে। ও এসেছে চুপি চুপি কাছে। পালিয়ে আমটা আর গেছে নিয়ে। খুব তখনো পাখিরা করছে ঝগড়া। একটা তাই মোটা হাসছে দেখে বেড়াল কি।

আনন্দ পাঠ

বাংলা লিখতে ও পড়তে শেখার নতুন বই

অনুশীলনী : পরিচায়িকা, প্রথম থেকে অষ্টম ভাগ

পাঠমালা : ছড়া ও ছন্দ, প্রথম থেকে অষ্টম ভাগ

আনন্দ পাঠ গ্রন্থমালার পাঠসূচী এবছর সম্পূর্ণ হল। মুখে মুখে ছড়া শেখা থেকে শুরু করে দুরূহ রচনা হৃদয়ঙ্গম এবং চর্চার একটি ক্রমান্বয় পাঠক্রম বাংলায় এই প্রথম এবং এখনো অনন্য। ভাষা শিক্ষায় ক্রমান্বয়তা অর্থাৎ সহজ শব্দ থেকে কঠিন শব্দে সংযত পরিক্রমণ, ঋজু বাক্যরীতি থেকে জটিল বাক্যরীতিতে উত্তরণ আধুনিক ভাষাশাস্ত্রের একটি প্রাথমিক সূত্র। আনন্দ পাঠ গ্রন্থমালা এই সূত্র অনুসরণেই রচিত। প্রথম চারটি অনুশীলনীতে আছে বাংলায় বহুপ্রচলিত ও নিত্যব্যবহৃত ১০৭টি বাক্যরীতি এবং ১২১০টি প্রাথমিক শব্দ। এই বাক্যরীতি এবং শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে মনোরম ও সুখপাঠ্য গল্পরচনায়, যাতে ভাষাশিক্ষা আনন্দময় হয়ে ওঠে। পরবর্তী অনুশীলনীগুলিতে সূত্রনির্ভর ব্যাকরণ ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

আনন্দ পাঠ পাঠমালার বইগুলি অনুশীলনী গ্রন্থের অপরিহার্য পরিপূরক। অনুশীলনীতে যে শব্দসম্ভার ও বাক্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে তার সবিস্তার প্রয়োগ অবিরল রচনায় বিধৃত হয়েছে পাঠমালায়।

বাংলা যারা শিখছে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে, বাংলা যাদের মাতৃভাষা, আর অন্যভাষী বয়স্ক যাঁরা বাংলা ভাষা শিখতে আগ্রহী, সকলের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই গ্রন্থমালা পরিকল্পিত। বাংলা ভাষার শিক্ষায় আধুনিক পদ্ধতির সূচনা হল এই গ্রন্থমালায়।

ছড়া ও ছন্দ। বহুচিত্রশোভিত ছড়ার সংকলন।
পাঠমালা ১—৮।

প্রত্যেকটি বই সচিত্র। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজজীবন, ভাষা, ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যমূলক লেখার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় বিভিন্ন যুগের মহৎ সাহিত্যের সুনির্বাচিত রচনার সংকলন।

অনুশীলনী। পরিচায়িকা এবং ১—৮

ভাষাচর্চার সুপরিকল্পিত অনুশীলনীমালায় ব্যাকরণের প্রতিটি প্রয়োজনীয় সূত্র, ও ভাষাপ্রয়োগের যাবতীয় সাধারণ নিয়ম থেকে শুরু করে অনুচ্ছেদ রচনা, সারাংশ, ভাবসম্প্রসারণ ও প্রবন্ধরচনা ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই শিখে ফেলতে পারবে।

গণেশ বাগচী ॥ মহাশ্বেতা দেবী

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস

ANANDA PATH : Reader 1

Rs 2·75

SBN 19 560836 4

প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদ্রণ—রিপ্রোডাক্শন সিণ্ডিকেট কলিকাতা ৬